পড় তোমার প্রভূর নামে

রাণীবাজার উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়

বোয়ালিয়া,রাজশাহী-৬১০০

দৈনিক পাঠের বিবরণী

রাণীবাজার উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়

বোয়ালিয়া,রাজশাহী-৬১০০

শিক্ষাবর্ষ -

দৈনিক পাঠের বিবরণী

শিক্ষার্থীর নাম:.....

শ্রেণি:..... রোল/আইডি নং:.....

শাখা:..... বিভাগ:.....

শিক্ষার জন্য এসো, সেবার জন্য বেরিয়ে যাও

রাণীবাজার উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়

দৈনিক পাঠ প্রতিবেদন

বার: তারিখ:

বিষয়	দৈনিক পাঠ		আগামী দিনের পড়া ও কাজ	শিক্ষকের স্বাক্ষর
	করেছে	করেনি		

অভিভাবকের স্বাক্ষর

রাণীবাজার উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়

দৈনিক পাঠ প্রতিবেদন

বার: তারিখ:

বিষয়	দৈনিক পাঠ		আগামী দিনের পড়া ও কাজ	শিক্ষকের স্বাক্ষর
	করেছে	করেনি		

অভিভাবকের স্বাক্ষর

জাতীয় সংগীত

আমার সোনার বাংলা,আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ,তোমার বাতাস,আমার প্রাণে.....
ওমা আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি,
সোনার বাংলা-আমি তোমায় ভালোবাসি।
ওমা,ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে-
মরি হায়,হায় রে-
ওমা,অঘ্রাণে তোর ভরা ক্ষেতে-কী দেখেছি,
আমি কি দেখেছি মধুর হাসি।
সোনার বাংলা-আমি তোমায় ভালোবাসি।
কী শোভা,কি ছায়া গো,কী স্নেহ কী মায়া গো
কী আঁচল বিছায়েছো,বটের মূলে-নদীর কূলে-কূলে-
মা তোর মুখের বাণী,আমার কানে লাগে সুধার মতো.....
মরি হায়,হায়রে-মা তোর
মুখের বাণী,আমার কানে লাগে সুধার মতো.....
মা,তোর বদনখানি মলিন হলে-আমি নয়ন-
ওমা,আমি নয়ন জলে ভাসি,
সোনার বাংলা-আমি তোমায় ভালোবাসি।
আমার সোনার বাংলা,আমি তোমায় ভালোবাসি।

শপথ

"জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পাকিস্তানি শাসকদের শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে এক রক্তক্ষয়ী মুক্তিসংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে। বিশ্বের বুকে বাঙ্গালি জাতি প্রতিষ্ঠা করেছে তার স্বতন্ত্র জাতিসত্তা।

আমি দৃপ্তকণ্ঠে শপথ করছি যে, শহিদদের রক্ত বৃথা যেতে দেব না। দেশকে ভালোবাসব, দেশের মানুষের সার্বিক কল্যানে সর্বশক্তি নিয়োগ করব। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের আদর্শে উন্নত, সমৃদ্ধ ও অসাম্প্রদায়িক চেতনার সোনার বাংলা গড়ে তুলব।

মহান সৃষ্টিকর্তা আমাকে শক্তি দিন"। জয় বাংলা

বাণী

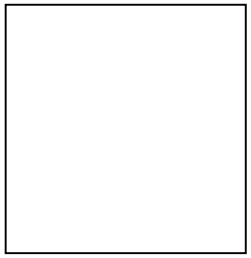

সবাইকে নববর্ষের শুভেচ্ছা।

শিক্ষা বছরের প্রারম্ভে আমাদের কোমলমতি শিক্ষার্থীদের হাতে একটি একাডেমিক ডায়েরী তুলে দিতে পারায় আমি অত্যন্ত আনন্দিত কারণ একটি একাডেমিক ডায়েরী শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর পাঠদান ও পাঠ গ্রহণে একান্ত নির্দেশক হিসেবে কাজ করে।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি বিদ্যার্জনের মূলভিত্তি হচ্ছে মনোযোগ সহকারে অধ্যায়ন করা ও নিয়মানুবর্তিতা কঠোরভাবে অনুসরণ করা। আমি আশা করি আমাদের সম্মানীত শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ ও স্নেহাস্পদ শিক্ষার্থীরা তা যথাযথভাবে মেনে চলবে।

আমাদের এই একাডেমিক ডায়েরী সুন্দর ও সুবিন্যাস্তভাবে প্রকাশনায় সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি জানাচ্ছি গভীর কৃতজ্ঞতা। পবিশেষে,আমাদের কোমলমতি শিক্ষার্থী ও অভিভাবকগণের মঙ্গল কামনা করছি। নবগত শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন।

মো: সাদেকুল ইসলাম
প্রধান শিক্ষক
রাণীবাজার উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়

মূল্যায়ন ফলাফল (শিখন কালীন)

বাংলা				
	মূল্যায়ন নির্দেশক		স্বাক্ষর	
তারিখ	পি.আই	বি.আই	বিষয় শিক্ষক	অভিভাবক
গড়				
ইংরেজি				
	মূল্যায়ন নির্দেশক		স্বাক্ষর	
তারিখ	পি.আই	বি.আই	বিষয় শিক্ষক	অভিভাবক
গড়				
গণিত				
	মূল্যায়ন নির্দেশক		স্বাক্ষর	
তারিখ	পি.আই	বি.আই	বিষয় শিক্ষক	অভিভাবক
গড়				

মূল্যায়ন ফলাফল (শিখন কালীন)

বাংলা				
	মূল্যায়ন নির্দেশক		স্বাক্ষর	
তারিখ	পি.আই	বি.আই	বিষয় শিক্ষক	অভিভাবক
গড়				
ইংরেজি				
	মূল্যায়ন নির্দেশক		স্বাক্ষর	
তারিখ	পি.আই	বি.আই	বিষয় শিক্ষক	অভিভাবক
গড়				
গণিত				
	মূল্যায়ন নির্দেশক		স্বাক্ষর	
তারিখ	পি.আই	বি.আই	বিষয় শিক্ষক	অভিভাবক
গড়				

বাণী

প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও রাণীবাজার উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের হাতে ডায়েরী তুলে দিতে পেরে আমি আনন্দিত। শিক্ষার্থীদের নিয়মিত পাঠাভ্যাস গড়ে তোলার জন্য ডায়েরী অনুসরণ অত্যন্ত জরুরী। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে প্রতি বছরের শুরুতে শিক্ষার্থীদের হাতে ডায়েরী তুলে দেওয়া হয়,যাতে তাদের শিক্ষা কার্যক্রম সঠিকভাবে সম্পাদন করতে পারে। শিক্ষার্থীদের প্রতি আমার অনুরোধ তোমরা নিয়মিত বিদ্যালয়ে এসে প্রতিদিনের পাঠ প্রতিদিনই শিখবে। কেননা আজকের শিশু আগামী দিনের দেশের কান্ডারী। তোমরা সঠিকভাবে লেখাপড়া শিখে নিজের ভবিষ্যৎ পরিবারের ভবিষ্যৎ,সর্বোপরি জাতির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করবে এটাই আমার কামনা।

বিদ্যালয়ের সম্মানীত শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ তাদের মেধা ও শ্রম দিয়ে সকল শিক্ষার্থীদের প্রতিভা বিকাশের পাশাপাশি তাদের মধ্যে সততা,সহমর্মিতা,দেশাত্ববোধ,নৈতিকতা,মূল্যবোধ,দৃষ্টিভঙ্গি,দায়িত্বশীল ব্যবহার ইত্যাদি মানবীয় গুণাবলীর অর্জনে সহায়তা করবেন।

সবশেষে রাণীবাজার উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় ও এর সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং শিক্ষার্থীদের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।

মো: রবিউল ইসলাম সরকার
সভাপতি
ম্যানেজিং কমিটি
ও
কাউন্সিলর- ২০ নং ওয়ার্ড
রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন

শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের নামের তালিকা

ক্র.নং	নাম ও পদবী	মোবাইল ও ই-মেইল	শিক্ষাগত যোগ্যতা
১	মো: সাদেকুল ইসলাম প্রধান শিক্ষক	০১৭৩৫৭৫৫৮০৬ sadequlislem885@gmail .com	স্নাতকোত্তর, বি,এড
২	বিমান কুমার সহকারী প্রধান শিক্ষক	০১৭৭৭৮৩২২৮১ bimankumar341981@gmail.com	স্নাতকোত্তর (পদার্থ), বি,এড
৩	মো: আকরামুল হক সহকারী শিক্ষক (ইসলাম ধর্ম)	০১৭২৫৭৮৯০৭৩ akramulhoque716@gmail.com	কামিল, বি,এড
৪	মো: বাবুল আক্তার সহকারী শিক্ষক (ইংরেজী)	০১৭৫৮১৩৫১২০ mdbabulaktar693@gmail.com	স্নাতকোত্তর (ইংরেজি), বি,এড
৫	মোরশেদা আকতার সহকারী শিক্ষক (গার্হস্থ্য বিজ্ঞান)	০১৯১১২৪৬৬৫১ morshedaaktar1975@gmail.com	স্নাতকোত্তর (দর্শন), বি,এড
৬	মো: শরিফুল ইসলাম সহকারী শিক্ষক (গণিত)	০১৯৮৬৫২৭৮৫৬ shariful002bd@gmail.com	এম.এস.সি (গণিত),বি,এড
৭	মো: আনারুল ইসলাম সহকারী শিক্ষক (জীব বিজ্ঞান)	০১৭৩৭৮৪১৩৭৫ anarulislam1375@gmail.com	এম.এস.সি (রসায়ন), বি,এড
৮	অপর্ণা প্রামানিক ছবি সহকারী শিক্ষক (হিন্দু ধর্ম)	০১৭৫৩২২২৪০০ apornapramanik4@gmail.com	স্নাতক
৯	মোসা: শিরিনা পারভীন সহকারী শিক্ষক (লাইব্রেরী ও তথ্য বিজ্ঞান)	০১৭১৬৫৭৮০৭১ mstshirinaparvin0@gmail.com	স্নাতক
১০	মাহমুদা হক সহকারী শিক্ষক (সামাজিক বিজ্ঞান)	০১৭২৫৯৫৩৮২০ mstmahmuda 000@gmail.com	স্নাতকোত্তর, বি,এড
১১	শারমিন সুলতানা সহকারী শিক্ষক (বাংলা)	০১৭৫০৪৯৬৯২৬	এম.এ (বাংলা)
১২	মো: হারুন-অর-রশিদ সহকারী শিক্ষক (আইসিটি)	০১৭৩৭৮৫০৩৮৮ saurav.cse10@gmail.com	বি.এস.সি (সি.এস.ই) এম.এস.সি (সি.এস.ই)
১৩	মোসা: মাহমুদা ইয়াসমিন খন্ডকালীন সহকারী শিক্ষক	০১৭০৫৪৫৭৫৫১	
১৪	মোসা: আরজু আরা সুমী খন্ডকালীন সহকারী শিক্ষক	০১৭১৫৬০৩৮৯০	
১৫	মোসা: মাকসুদা শিরিন খন্ডকালীন সহকারী শিক্ষক	০১৭৬৪৮৫৯২৮৫	
১৬	মোসা: রোশনী খাতুন খন্ডকালীন সহকারী শিক্ষক	০১৭৬৩৯২৩২৪৭	

তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের তালিকা

ক্র.নং	নাম ও পদবী	মোবাইল ও ই-মেইল	শিক্ষাগত যোগ্যতা
১	সনজিত কুমার অফিস সহকারী	০১৭৭৩৫৭৩৮৩২ sonjetkumar5@gmail.com	এইচ এস সি
২	মো: আশিকুল ইসলাম পিয়ন	০১৯১৪৯৯৫১২৫ mdasiqul8@gmail.com	৮ম শ্রেণি
৩	মোসা: নাফসি আয়া	০১৭৫১৬৩৪০৩৪ nafshe179@gmail.com	৮ম শ্রেণি
৪	রানী দাস পরিচ্ছন্নতা কর্মী	০১৯৯৫০১০৭২৫	৮ম শ্রেণি

মূল্যায়ন ফলাফল (শিখন কালীন)

বাংলা				
	মূল্যায়ন নির্দেশক		স্বাক্ষর	
তারিখ	পি.আই	বি.আই	বিষয় শিক্ষক	অভিভাবক
গড়				

ইংরেজি				
	মূল্যায়ন নির্দেশক		স্বাক্ষর	
তারিখ	পি.আই	বি.আই	বিষয় শিক্ষক	অভিভাবক
গড়				

গণিত				
	মূল্যায়ন নির্দেশক		স্বাক্ষর	
তারিখ	পি.আই	বি.আই	বিষয় শিক্ষক	অভিভাবক
গড়				

রাণীবাজার উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়

শিক্ষার্থীর শ্রেণি পরিচিতি

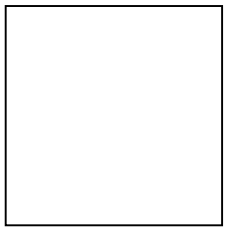

নাম:----------

শ্রেণি:------- রোল/আইডি:--------- শাখা/বিভাগ:----------

জন্ম তারিখ:---------- রক্তের গ্রুপ:----------

স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম:---------- ডাকঘর:----------

থানা:---------- জেলা:----------

বর্তমান ঠিকানা:----------

শ্রেণি শিক্ষকের নাম: ----------স্বাক্ষর:----------

শিক্ষার্থীর স্বাক্ষর:----------

অভিভাবকের পরিচিতি

পিতার নাম:---------- পেশা:----------

মাতার নাম:---------- পেশা: ----------

অভিভাবকের নাম: ---------- পেশা: ----------

শিক্ষার্থীর সাথে অভিভাবকের সম্পর্ক:----------

বর্তমান ঠিকানা:----------

মোবাইল: (বাবা) ----------

মোবাইল: (মা) ----------

মোবাইল: (অভিভাবক) ----------

অভিভাবকের স্বাক্ষর: প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষর:

‘আমাকে সুশিক্ষিত মা দাও,আমি তোমাদের সুশিক্ষিত জাতি দেব’-নেপোলিয়ান

রাণীবাজার উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়

শিক্ষার্থীদের আচরণ-বিধি ও বিশেষ নির্দেশনাবলী

১. মহান সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করে সকল কাজ আরম্ভ করবে।

২. মাতা-পিতা,শিক্ষক-শিক্ষিকা ও বড়দের শ্রদ্ধা করবে এবং সালাম দিবে।

৩. সৎ চিন্তা করবে,সৎ পথে চলবে,সত্য কথা বলবে,অন্যায়কে ঘৃণা এবং প্রতিহত করার চেষ্টা করবে।

৪. অধ্যাবসায়ী ও পরিশ্রমী হবে। কখনো হতাশ হবে না। জীবনে সফলতার জন্য সৃষ্টিকর্তার উপর ভরসা,সাহায্য প্রার্থনা ও সাধনা করবে।

৫. বিদ্যালয় ইউনিফর্ম পরিধান করে নিয়মিত বিদ্যালয়ে আসবে। বিদ্যালয় ইউনিফর্ম হলো-ফুলহাতা সাদা শার্ট (কলার সহ) তার উপরে সবুজ ফ্রক হাটুর নীচ পর্যন্ত,শার্টের সাথে দুই কাধে দুটি লগো সহ সবুজ বেল্ট (উপরে দুটি করে সাদা রং এর বর্ডার),সাদা সালোয়ার,বেল্ট সাদা রং,সাদা ওরনা,সাদা স্কার্ফ,সাদা কেডস,সাদা মোজা,লাল রং এর কার্ডিগান। কোন অবস্থাতেই অন্য পোশাক পরা চলবে না। চুলে দুই বেনী করে সাদা রাবার ব্যান ব্যবহার করতে হবে। কানে বড় গহনা পরে আসা যাবে না। বিদ্যালয় ইউনিফর্ম না পরে আসলে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না।

৬. জাতীয় সঙ্গীত,শপথ বাক্য পাঠ ও ধর্মীয় গ্রন্থ থেকে (বাংলা অর্থসহ) শুদ্ধ উচ্চারনে মুখস্থ করবে।

৭. ক্লাস শুরুর ১৫ মিনিট পূর্বে যথারীতি ‘সমাবেশ’ যোগদান করবে এবং সমাবেশ শেষে সারিবদ্ধভাবে শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করবে।

৮. শ্রেণির ঘন্টা বাজার ২/৩ মিনিটের মধ্যে যদি কোন শিক্ষক/শিক্ষিকা কক্ষে না আসেন তাহলে,শ্রেণি মনিটর সহকারি প্রধান শিক্ষককে অবশ্যই জানাবে।

৯. স্কুল চলাকালীন সময়ে টিফিন পিরিয়ড ব্যতীত কোন শিক্ষার্থী শ্রেণিকক্ষের বাইরে যেতে পারবে না।

১০. শ্রেণিকক্ষের ময়লা-আর্বজনা,টিফিনের বর্জ্য ইত্যাদি সামগ্রী যত্রতত্র না ফেলে ক্লাসের সংরক্ষিত ঝুঁড়িতে ফেলতে হবে।

১১. টিফিন পিরিয়ডের পর ওয়ার্নিং বাজার সাথে সাথে শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করবে।

১২. বিদ্যালয়ের সম্পদ কেউ নষ্ট করবে না,কোন সম্পদ নষ্ট হতে দেখলে বাধা দিবে এবং কর্তৃপক্ষকে তৎক্ষণাৎ জানাবে।

১৩. কোন শিক্ষার্থী বিনা অনুমতিতে একাধারে ৭ দিনের বেশি অনুপস্থিত থাকলে পরবর্তী দিন অভিভাবককে সাথে নিয়ে আবেদনসহ শ্রেণি শিক্ষকের সাথে সাক্ষাৎ করবে। একই কাজ পূণরাবৃত্তি হলে প্রয়োজনে ভর্তি বাতিল করা হবে।

১৪. বিদ্যালয়ের দেয়াল,দরজা,জানালা বা বেঞ্চে কোন কিছু লিখা বা নোংরা করা যাবে না।

১৫. প্রতি পিরিয়ডে শিক্ষক/শিক্ষিকাগণ যে পাঠদান করবেন তা সংক্ষেপে 'দৈনিক পাঠের বিবরণী' বইতে লিপিবদ্ধ করবে।

১৬. পরীক্ষার হলে অসদাচরণ করবে না। কথা-বার্তা বলবে না,বই-পত্র,ব্যাগ বা লেখা কোন কাগজ সঙ্গে আনা যাবে না।

১৭. শিক্ষার্থীদের একক বা কোন যৌথ আবেদন লিখিতভাবে শ্রেণি শিক্ষকের মাধ্যমে প্রধান শিক্ষককে জমা দিতে হবে।

১৮. ছুটির ঘন্টা বাজলে শ্রেণিকক্ষের লাইট,ফ্যান বন্ধ তরে সারিবদ্ধভাবে নি:শব্দে শ্রেণিক্ষ ত্যাগ করবে।

১৯. খেলাধূলা এবং বিদ্যালয়ের যে কোন অনুষ্ঠানে বাধ্যতামূলত উপস্থিত থাকতে হবে। বিদ্যালয়ের যে কোন অনুষ্ঠানে শান্তি-শৃঙ্খলা ও একতা বজায় রেখে অনুষ্ঠানকে সুন্দর ও সফল করতে আন্তরিকভাবে চেষ্টা করবে।

২০. কোন শিক্ষার্থীর আচার-আচরণের ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে,বিদ্যালয় বিধি-বিধান ও শৃঙ্খলা মেনে না চললে বা শৃঙ্খলা পরিপন্থি কোন কাজ করলে তার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

অভিভাবকের স্বাক্ষর

শিক্ষার্থীর স্বাক্ষর

সতর্কতা

- বর্তমান তথ্যপ্রযুক্তির যুগে প্রতিটি শিক্ষার্থীকে দেশ ও জাতির সেবা করার লক্ষে তথ্যপ্রযুক্তি জ্ঞানে নিজেকে সমৃদ্ধ করার জন্য আমরা বরারবই উৎসাহ প্রদান করি। কিন্তু কোন ছাত্রী যদি ফেসবুক,টুইটার বা অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিজ নামে বা বেনামে একাউন্ট/পেজ/গ্রুপ খুলে স্ট্যাটাস,ব্লগ লিখে অথবা ছবি বা ভিডিও এডিটিং/টিকটক এর মাধ্যমে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বা কোন শিক্ষক বা কোন সতীর্থ বা সমাজ,রাষ্ট্র,ধর্ম,বর্ণ,জাতি,গোত্রকে কটাক্ষ করে তাহলে তার দায় সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীকেই নিতে হবে।সে ক্ষেত্রে আইন শৃঙ্খলা প্রয়োগকারী সংস্থা বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা নিলে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কিছুই করার থাকবে না।
- বিভিন্ন জাতীয় দিবসের কার্যক্রমে অংশগ্রহন বাধ্যতামূলক এবং তা ধারাবাহিক মূল্যায়নে বিবেচনা করা হবে।
- বিদ্যালয়ে নিয়মিত উপস্থিতি এবং আচরন ও শৃঙ্খলার মূল্যায়ন করা হবে।

ক্লাসের সময়সূচী

বার	১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	টিফিন	৫ম	৬ষ্ঠ	৭ম
রবি								
সোম								
মঙ্গল								
বুধ								
বৃহস্পতি								

দৈনন্দিন পাঠের সময় সূচী:

সমাবেশ	:	১০.০০-১০.১৫	ঘন্টা পর্যন্ত
১ম পিরিয়ড	:	১০.১৫-১১.১০	ঘন্টা পর্যন্ত
২য় পিরিয়ড	:	১১.১০-১১.৫৫	ঘন্টা পর্যন্ত
৩য় পিরিয়ড	:	১১.৫৫-১২.৪০	ঘন্টা পর্যন্ত
৪র্থ পিরিয়ড	:	১২.৪০-১.২৫	ঘন্টা পর্যন্ত
বিরতি	:	১.২৫-১.৫৫	ঘন্টা পর্যন্ত
৫ম পিরিয়ড	:	১.৫৫-২.৪০	ঘন্টা পর্যন্ত
৬ষ্ঠ পিরিয়ড	:	২.৪০-৩.২৫	ঘন্টা পর্যন্ত
৭ম পিরিয়ড	:	৩.২৫-৪.১০	ঘন্টা পর্যন্ত

অমর বাণী

আল-কোরআন

- পাঠ কর তোমার প্রভুর নামে। প্রভু আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দাও
- মানুষ যখন পথ চিনবার চেষ্টা করে ও পরিশ্রম করে তখন তাদেরকে আমার পথ চিনিয়ে থাকি।
- অবশ্যই আল্লাহ কোন জাতির অবস্থার পরিবর্তন করেন না যতক্ষন না সে (জাতি) নিজেই তার অবস্থার পরিবর্তনের জন্য চেষ্টা করেন।
- হে প্রভু তুমি আমার পিতা-মাতার প্রতি সদয় এরুপ সদয় হও,যেরূপ তাঁরা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন।

আল-হাদিস

- আল্লাহকে যদি ভালোবাসতে চাও তাহলে আল্লাহর সৃষ্টিকে ভালোবাস।
- দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত জ্ঞান অন্বেষণ কর।
- বিদ্বানের কলমের কালি শহিদের রক্তের চেয়েও বেশি পবিত্র।
- চীনদেশে গিয়ে হলেও জ্ঞান অন্বেষণ কর।

সম্মানিত অভিভাবক/অভিভাবিকাদের প্রতি

১. আপনার মোবাইল নম্বরটি রাখুন এবং মোবাইল নম্বর পরিবর্তন হলে সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে অবহিত করুন।
২. আপনার মেয়ে বিদ্যালয় এর কার্য দিবসে ঠিক সময়ে বিদ্যালয়ে আসে কিনা এবং ছুটির পরে বাসায় ঠিক সময়ে ফিরে কিনা এবং বাসায় যতক্ষণ থাকে পাঠে মনযোগী কিনা তা নিজেই লক্ষ্য রাখুন।
৩. 'দৈনিক পাঠের বিবরণী' বই এর শিক্ষার্থীদের আচরণবিধি অভিভাবক অবশ্যই পাঠ করবেন এবং সে অনুসারে তাকে নির্দেশ ও সাহায্য করবেন।
৪. শিক্ষার্থীর লেখাপড়া ও চারিত্রিক উন্নতি সম্পর্কে জানার জন্য প্রকৃত অভিভাবক মাঝে মাঝে শ্রেণি শিক্ষক/সহ: প্রধান শিক্ষক/প্রধান শিক্ষকের সাথে যোগাযোগ করবেন।
৫. শিক্ষার্থীদের সম্পর্কে যে কোন বিষয়ে আলোচনার জন্য পত্র পাওয়ার পর নির্ধারিত দিনে ও সময়ে অভিভাবক শ্রেণি শিক্ষক/সহ: প্রধান শিক্ষক/প্রধান শিক্ষকের সাথে দেখা করবেন।
৬. কোন শিক্ষার্থী অসুস্থতার কারনে বিদ্যালয়ে আসতে না পারলে অভিভাবকের স্বাক্ষর সহ আবেদন পত্র শ্রেণি শিক্ষকের নিকট জমা দিতে হবে। প্রয়োজনে সুস্থ হলে মেডিকেল সার্টিফিকেটসহ অভিভাবককে বিদ্যালয়ে নিয়ে আসতে হতে পারে।
৭. কোন শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে এসে অসুস্থবোধ করলে ছুটির আবেদনের প্রেক্ষিতে অভিভাবকের জিম্মায় বিদ্যালয় ত্যাগ করতে পারবে।
৮. বেতন আদায়ের তারিখে আপনার মেয়ে যাতে নিয়মিত বেতন পরিশোধ করে সেদিকে দৃষ্টি রাখবেন।
৯. অভিভাবক নিজ দায়িত্বে মেয়েকে বিদ্যালয়ে পৌচ্ছে দেবেন এবং ছুটির পর ঠিক সময়ে নিয়ে যাবেন। প্রয়েজন ব্যতীত বিদ্যালয়ে অবস্থান করবেন না।
১০. বিদ্যালয়ের নোটিশ বোর্ড এবং ডিজিটাল প্লাটফর্ম ফেসবুক গ্রুপ ও পেজ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য জানতে হবে।
১১. আপনার মেয়ের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যের দিকে সতর্ক দুষ্টি রাখুন এবং খারাপ পরিবেশ ও কু-সঙ্গ থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করবেন।
১২. মনে রাখতে হবে অভিভাবক ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সম্মিলিত প্রয়াসের ফলে ছাত্রীর পাঠোন্নতি ও সুন্দর চরিত্র গঠন সম্ভব।
১৩. শিক্ষক,শিক্ষার্থীর মানস-পিতা এ কথা স্মরণ রেখ স্বীয় সন্তানের পাঠোন্নতি ও চরিত্র গঠনের ব্যাপারে শিক্ষকদের স্বত:স্ফুত সহয়োগিতা প্রদান অব্যাহত রাখবেন এটাই একান্ত কাম্য।

অভিভাবকের স্বাক্ষর

শিক্ষার্থীদের মান উন্নয়ন ও সর্বাঙ্গীন কল্যাণে গৃহীত যাবতীয় কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য আমরা সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করি।

ধন্যবাদন্তে
প্রধান শিক্ষক